ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬২৬
আগরতলা,০৪ ফেব্রুয়ারি,২০২৫

সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী
আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ভগবান বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্ট

জনজাতীয় গৌরববর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল থেকে শুরু হবে ভগবান বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫। রাজ্যের জনজাতি ছাত্রাবাসগুলির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামীকাল দুপুর ২টায় উমাকান্ত ফুটবল স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার ও সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আজ ভগৎ সিং যুব আবাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশিস দাস এবং অতিরিক্ত অধিকর্তা কেশব কর উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, কিংবদন্তী জনজাতি নেতা ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশে জনজাতীয় গৌরব বর্ষ উদযাপন করা হচ্ছে। রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ভগবান বিরসা মুন্ডা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ছেলে ও মেয়েদের ১৬টি দল অংশ নেবে। জনজাতি ছাত্রাবাসগুলির মধ্যে জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছেলে ও মেয়েদের দলগুলি চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। তিনি জানান, এই প্রতিযোগিতার শ্লোগান হলো ‘ফুটবল ইজ গেইম, ড্রাগস আর সেইম’। ড্রাগের নেশার বিরুদ্ধে যুবাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের চ্যাম্পিয়ান দল ট্রফি ও ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার পাবে। রানার্স দল পাবে ট্রফি ও ৭৫ হাজার টাকা করে। তৃতীয় স্থানাধিকারী দলকে ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। ফেয়ার প্লে দলকে ট্রফি ও ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়া প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়কে ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা, সর্বাধিক গোলদাতাকে ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা, প্রতিযোগিতার সেরা গোলকিপারকে ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা এবং প্রতি ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়কে ট্রফি এবং ১ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী জানান, জনজাতি যুবক যুবতীদের খেলাধুলার মান আরও উন্নত করতে সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনার অধীনে ঊনকোটি জেলার দেওরাছড়া, গোমতী জেলার কিল্লা এবং খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামীতে ৩টি সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ তৈরি করা হচ্ছে। ৩টি মাঠ তৈরিতে ব্যয় হবে ১৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। জনজাতি যুবক যুবতীদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রতিটি জনজাতি ছাত্রাবাসে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সাহায্য ও সহযোগিতায় আরও অনেক ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এবং তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবে। সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী প্রতিযোগিতার ট্রফিগুলির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি ৮ জেলার ছেলে ও মেয়েদের ১৬টি দলের অধিনায়কের হাতে জার্সি তুলে দেন।

******